দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার হেয়ালীপনা ও ভুলের কারনে বিজয় চন্দ্র বর্মন নামে এক শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা গ্রহন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষের ভুল থেকে পরিত্রাণ পেতে সংশোধনের জন্য একাধিকবার আবেদন করেও এর কোন প্রতিকার মিলছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, চিলমারীর মুদাফৎথানা এস সি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিজয় চন্দ্র বর্মন ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও দারিদ্রতার কারণে তার ফরম পূরণের অর্থ জোগাড় করতে না পারায় ওই বছর তার আর পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা হয়নি। দরিদ্র পিতা কাঠমিস্ত্রী নেপেন চন্দ্র বর্মন ছেলের লেখাপড়ার আগ্রহ দেখে পরবর্তী বছরে অতিকষ্টে ফরম পূরণের অর্থ জোগাড় করে দিলে ২০১৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে অংশগ্রহণ করে। থানাহাট পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে যথারীতি পরীক্ষা দেন, তার রোল নং ২২৭২৭৬ রেজিস্ট্রেশন নং ১৩১৭৬৯৪৭৮৭ । পরীক্ষার ফলাফলে সামাজিক বিজ্ঞান ও রসায়ন এ দুটি বিষয় ফেল করলে বিজয় চন্দ্র বর্মন আবারও ২০১৮ সালে ওই দুটি বিষয় ফরম পূরণ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, এ সময় তার প্রবেশপত্রে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ভুল করে অতিরিক্ত বিষয় ১৫৪ ও ১৫৬ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয় দেখানো হয়। এই ভুল সংশোধনের জন্য বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মো. তাসবিরুল হক রুমি যথাসময়ে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে উপস্থিত হয়ে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বোর্ডের বিধি মোতাবেক এবং কর্তৃপক্ষের কথামতে ওই ভুল সংশোধনের জন্য সোনালী ব্যাংক সুইহারী শাখার হিসাব নং ০০০০০৩৬০০০৪৪৩ অনুকূলে ২৯/০১/১৮ইং তারিখে সংশোধন ফি বাবদ সর্ব মোট ২৫৮ টাকাসহ আবেদনপত্র জমা নেন। এরপর ১ ফেবরুয়ারি /১৮ যথারীতি এসএসসি পরীক্ষা শুরু হলেও বিজয় চন্দ্র বর্মন নিয়মিতভাবে ওই ২ বিষয় পরীক্ষা দেন। এরপর ৬ মে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে অতিরিক্ত ওই দুই বিষয় নিয়ে ফেল দেখানো হয়। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত দুই বিষয়ে ভুল সংশোধন করে না দেয়ায় এবং পরীক্ষার ফলাফলে ফেল দেখানো হলে আবারও প্রধান শিক্ষক দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের কথামতে পুনরায় গত ১৪ মে আবেদনসহ উল্লেখিত ব্যাংক হিসাব নম্বরে ৪৫৮ টাকা জমা দিলে ওই দিনে প্রবেশপত্রে ভুল সংশোধন করে দিয়ে স্বাক্ষর করেন মো. মানিক হোসেন আইডি নং ১৪১৬৫ উপপরিক্ষা নিয়ন্ত্রক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুর। তবে ওই দুই বিষয় সংশোধনী করে দিলেও আজ পর্যন্ত পরীক্ষার ফলাফল সংশোধন হয়ে না আসায় ওই শিক্ষার্থীসহ তার পরিবার হতাশ হয়ে পড়েছেন। এদিকে বিজয় চন্দ্র বর্মন ফরম পূরণে যেসব বিষয় পরীক্ষা দিয়েছে তার টেবুলেশন সিটে সবকটি বিষয় উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্ত দিনাজপুর

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের এমন হেয়ালীপনা ও ভুলের কারণে অতিদরিদ্র কাঠমিস্ত্রীর সন্তান বিজয় চন্দ্র বর্মনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।